২৩ মার্চ, ১৯৭১

প্রেক্ষাপটঃ ১ মার্চ ১৯৭১। এবছরের মত সেদিনও ঢাকা ষ্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলা হচ্ছিলো, পাকিস্তান বনাম কমনওয়েলথ একাদশের। টিভিতে আমরা সবাই খেলা দেখছিলাম, লাঞ্চের অল্প কিছু আগে হটাৎ দেখি গ্যালারিতে বেশ উত্তেজনা আর কিছু লোক প্যান্ডেল'এ আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে! কয়েক মিনিটের মধ্যেই খেলা পন্ড হয়ে গেল। বারোটার রেডিও'র খবরে জানতে পারলাম, ৩রা মার্চের আসন্ন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হয়েছে আর তাই জনতা, বিশেষত ছাত্ররা বিক্ষভে ফেটে পড়েছে। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতী সম্পূর্ন বদলে যায়, স্বায়ত্বশাসনের দাবি স্বাধীনতার দাবীতে পরিনত হয়।

৩ রা মার্চে ঢাকা ইউনিভার্সিটি'তে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয় আর ৭ মার্চের বঙ্গবন্দধুর ভাষন'এর কথা আমরা সবাই জানি। বঙ্গবন্ধুর ডাকে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় আর শুরু হয় বিচ্ছিন্ন ভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি। এই সময় ঢাকা ইউনিভার্সিটি আর আমাদের স্কুলের (ইউ ল্যাব) মধ্যবর্তী 'মল' এলাকায় ছাত্র ইউনিয়ন এবং জগন্নাথ এবং ইকবাল (জহুরুল হক) হলের মাঠে ছাত্রলীগের ছেলেরা সামরিক ট্রনিং নেওয়া শুরু করে।

২৩ মার্চ যেহেতু 'পাকিস্তান দিবস' তাই ছাত্রলীগ এই দিন পল্টন ময়দানে আনুষ্ঠানিক ভাবে এবং সারা দেশে, পাকিস্তানের পতাকার পরিবর্তে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলনের সিদ্ধান্ত নেয়। অনেকেই আশা করছিলো এই দিনই হয়তো বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাধীনতার ঘোষনা দিবেন!

এই দিন সকালে আমি আব্বার সাথে পল্টন ময়দানে যাই। পল্টন ময়দানে চার খলিফা নামে পরিচিত চার ছাত্র নেতা (নুরে আলম সিদ্দিকি, রব, শাজাহান সিরাজ আর মাখন) আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন আর একই সাথে সেই সময়কার কিংবদন্তী, সাহসী ছাত্র নেতা খসরু (খসরু, মন্টু, সেলিম) রাইফেল দিয়ে গুলি করে সামরিক কায়দায় পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন করেন।

সেদিনের সেই আনুভূতির কথা ভাষায় প্রকাশ করা খুবই কঠিন। যদিও আমি তখন ক্লাস ফাইভ এর ছাত্র ছিলাম তারপরেও সবার মত আমিও একাত্ন হয়ে গিয়েছিলাম 'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ'এ। সেই সময় আমার স্কুলের খাতায় নাম ছিল, এস, এম নাজমুল আহসান, আমি ৭১ এর শুরু থেকে খাতায় আমার নাম লেখা শুরু করি, শ, ম নাজমুল আহসান (আ স ম রবের অনুকরনে) নামে!

তার পর চার খলিফা, ছাত্রদের প্যারেডে সালাম গ্রহন করেন। ছাত্রদের প্যারেডের শেষ ভাগে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর সদস্যরাও 'ডামি রাইফেল' নিয়ে প্যারেডে অংশগ্রহন করেন। সেই দিন আব্বাও আমাকে একটা স্বাধীন বাংলার পতাকা কিনে দেন। এই পতাকাটি আমি বাসায় নিয়ে উড়িয়ে দেই, যা আমরা ২৬ শে মার্চ সকালে নামাতে বাধ্য হই।

আমরা কতক্ষন প্যারেড অনুসরন করে পরে বাসায় ফিরে যাই। সেখান থেকে প্যারেড ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকে অভিবাদন জানায় আর বঙ্গবন্ধু তার বাসভবনে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তলোন করেন।

রাতে আমরা টিভিতে সেই দৃশ্যগুলি আবার দেখতে পাই। সেই সময় ঢাকা টিভির অনুষ্ঠান রাত দশটায় শেষ হতো। সেইরাতে আমরা সবাই টিভির সামনে বসে ছিলাম আর ভাবছিলাম হয়তো আজ রাতেই স্বাধীনতার ঘোষনা দেওয়া হবে।
পরদিন ২৪ মার্চ ছিল আমার জন্মদিন, তাই আমি মনে মনে দোওয়া করছিলাম কালকে যেন স্বাধীনতার ঘোষনা দেওয়া হয়। তা হলে আমার জন্মদিন সবসময় ছুটির দিন হবে!

তখন টিভিতে সব সময় আনুপ্রেরনামূলক অনুষ্ঠান প্রচারিত হত। গ্রাফিক ভাবে দেখানো হতো একটি দেয়াশলাই এর কাঠি থেকে কিভাবে অনেক গুলি কাঠিতে আগুন ছড়িয়ে পরছে আর বার বার আবৃতি হতো ‘সৃষ্টি সুখের উল্লাসে’ কবিতাটি আর ‘কারার ওই লৌহ কপাট’ গানটি।

টিভির অনুষ্ঠান চলতে চলতে রাত বারোটা বেজে গেল!! রাত বারোটা এক মিনিটে ঘোষনা দেওয়া হলো এইভাবে, ‘আজ ২৪ মার্চ ১৯৭১ আমাদের আনুষ্ঠান প্রচার শেষ হল’। তারপরেই প্রচার করা হলো পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত, ‘পাক সার জামিন সাদ বাদ’ আর দেখানো হলো, পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা।

অজানা কিন্তু অনন্য দেশপ্রেমঃ ২৩ শে মার্চ সারা বাংলাদেশে কোথায়ও পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলিত হয় নাই (ক্যান্টনমেন্ট ও গভর্নর হাউস ব্যাতীত), সারা দেশে উড়েছিল স্বাধীন বাংলার পতাকা । টিভি কর্মীরা সেই দিন, ঢাকা টিভিতে স্বাধীন বাংলার পতাকা আর আমার সোনার বাংলা গানটি প্রচারের সিদ্ধান্ত নেন। গোয়েন্দা মারফত এই খবর মার্শাল ল এডমিনিষ্ট্রেটরের অফিসে পৌছে গেলে, পাকিস্তানী সামরক বাহিনী’র সদস্যরা ডি আই টি ভবনে অবস্থিত টিভি অফিসে উপস্থিত হয়ে পাকিস্তানের জাতীয় দিবসে, পাকিস্তানী পতাকা প্রদর্শন করা ও পাক সার জামিন সাদ বাদ প্রচারের জন্য প্রচন্ড চাপ প্রয়োগ করে।

সেই চাপের মুখে টিভি কর্মীরা সিদ্ধান্ত নেন, **কোন অবস্থাতেই ২৩শে মার্চ তারা টিভি’তে পাকিস্তানী পতাকা প্রদর্শন ও পাক সার জামিন সাদ বাদ, প্রচার করবেন না এবং সেই জন্য অনুষ্ঠান ২৪ শে মার্চ পর্যন্ত চালিয়ে যাবেন।**

নাজমুল আহসান শেখ, ১৯ মার্চ ২০১১, সিডনী, Victory1971@gmail.com